সমুদ্রের কোলে আশ্চর্য দ্বীপ

ইংরেজিতে লেখে Langkawi, মালয়ী ভাষায় বলে লংকাভি। ঢাকা থেকে মাত্র ৫ ঘন্টার কম সময়ের বিমান পথ। মালয়েশিয়ার এক অনুপম প্রাকৃতিক লীলাভূমি লংকাভি। পরিবেশ সচেতন এই দ্বীপটি বিস্ময় জাগানিয়া সৌন্দর্যের প্রতীক। পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে আসা ভ্রমণ-পিপাসু লিখেছেন, ঠিক ভ্রমণ কাহিনী নয়, ভ্রমণের সময় পাওয়া নানা তথ্য। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য তিনি ভ্রমণ বিষয়ক লেখা লিখবেন, ভ্রমণের সময় যে তথ্য এড়িয়ে যায় সাধারণ মানুষের চোখ। এবারে লিখেছেন লংকাভির কাহিনী ...

ভ্রমণ

লংকাভি

সমুদ্রের কোলে আশ্চর্য দ্বীপ

লংকাভি

ফরিদুর রেজা সাগর

একটি দ্বীপ।

দ্বীপে রয়েছে মাত্র ১০ জন মানুষ। ১০ জন লোক যখন আছে তখন নিশ্চয়ই ১০ জন মানুষ থাকতে যে কয়জনের সুযোগ-সুবিধা দরকার সেটা দ্বীপে আছে। জাহাজের ছেলেটিকে প্রশ্ন করলাম–

-দ্বীপটাতে নিশ্চয়ই দোকান আছে, উপাসনার স্থান আছে?

ছেলেটি বলল–

-নাহ্, কিচ্ছু নেই। শুধু ১০ জন মানুষ থাকার মতো ঘর আছে। আর কিচ্ছু নেই।

জাহাজ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম দ্বীপটাকে। সুন্দর সমুদ্র সৈকত, ধু ধু বালিয়াড়ি, ওপরে প্রচুর গাছপালা। কিন্তু এখানে কেন জনবসতি নেই? ছেলেটি আমাকে বলল–

-পরিবেশের ভারসাম্য রাখার জন্য আমরা গাছপালা রক্ষণাবেক্ষণ করছি। আর ঐ ১০ জন লোকের কাজ হলো–

আমি বুঝতে পারলাম, এর পরের কথা হলো, কেউ যেন গাছপালা না কাটে। আমাকে বিস্মিত করে ছেলেটি বলল,

-ওদের কাজ হচ্ছে কেউ যেন বার্বিকিউ পার্টি করতে এসে আগুনে গাছপালা নষ্ট না করে ফেলে আর ঐ যে ছোট বোটটা দেখছেন, ঐটা করে কাছাকাছি দ্বীপ হলো লংকাভি। সেখান থেকে খাবার আর পানি নিয়ে এসে ওদের দু'তিন দিন চলে।

ঢাকা থেকে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের কবীর সাহেব এবং বিপ্লব অনেক চেষ্টা করার পর আমাদের সিটগুলো কনফার্ম করেছেন। হোটেল বুকিং ঠিক করেছেন। এ কথা বারবার বলেছেন এয়ারস্পানের জীবন।

-লংকাভি খুব সুন্দর জায়গা। গেলে সুন্দর কিছু দেখতে পাবো। সবসময় মনে হয়েছে কি আর দেখবো। পৃথিবীতে কত সুন্দর জায়গাই না দেখলাম! কিন্তু কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্ট থেকে ৫৫ মিনিটের ফ্লাইটে লংকাভিতে নামার পরেই মনে হলো, আসলে অনেক কিছুই জানার, দেখার বাকি থাকে মানুষের। সিঙ্গাপুরের চেয়ে কিছুটা ছোট দ্বীপ লংকাভি। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ শুধু পানিপথে এবং বিমানে। দ্বীপে মোট মানুষ ৬৩ হাজার। গাড়ি রয়েছে ৫০ হাজার। মোটরসাইকেল ২০ হাজার। পুরো দ্বীপে পাকা রাস্তা রয়েছে। পাঁচ তারকা হোটেল রয়েছে কয়েকটি। মানুষের আয়ের উৎস একমাত্র পর্যটন শিল্প। মালয়েশিয়ান এয়ারে ৪টি ফ্লাইটে প্রতিদিন গড়ে ৪০০ পর্যটক আসেন এই দ্বীপে। ক্যাবারে ড্যান্স, ম্যাসাজ পার্লার এসব চটকদার জিনিসের বড় বড় বিজ্ঞাপন নেই এই দ্বীপে। কিন্তু তারপরও পর্যটকদের ভিড় সুন্দর প্রকৃতির জন্য,

চমৎকার সমুদ্রের জন্য। এখানে রয়েছে একটি ক্রোকোডাইল ফার্ম। রয়েছে মাছের দর্শনীয় একুয়ারিয়াম। আর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো– জাহাজে করে লংকাভি থেকে ১ ঘন্টার যাত্রাপথে গিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে একটি মনোরম স্থান। সে কথায় পরে আসছি।

যে ছেলেটি গাড়িতে করে আমাদের হোটেলে নিয়ে যাচ্ছে তার নাম বুকে লেখা ওসমান। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো,

-তোমরা কোত্থেকে এসেছো?

বললাম, বাংলাদেশ।

-দেবদাস দেখেছো?

প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম। শুধালাম,

-তুমি কি ভারতীয়?

সে বলল, না, পুরোপুরি মালয়ী। মালয়েশিয়ান। এই দ্বীপ থেকে গত ৯ বছরে আমি একবারও কুয়ালালামপুরে যাইনি।

-তুমি দেবদাসের কথা কি করে জানলে?

-কেন তুমি কি জানো না মালয়েশিয়ায় হলিউডের চেয়ে ভারতীয় ডিভিডি, ভিসিডি বেশি বিক্রি হয়! সব মালয়ী ভারতীয় নায়ক-নায়িকাদের নাম জানে। আর দেবদাস ছবির পার্বতী, চন্দ্রমুখী দু'জনের চরিত্রই আমার পছন্দ হয়েছে। তবে ঐশ্বরিয়া রায়ের অভিনয় খুব ভালো লেগেছে।

শরৎচন্দ্র যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তিনি বুঝতেন, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার কি শক্তি! কলকাতা থেকে কয়েকশ' মাইল দূরের ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন জাতির একটি ছেলে দেবদাসের কথা বলছে। নাম বলছে। তবে ওসমান আরেকটি কথা বলল,

-আমাদের দ্বীপে কারিশমা কাপুরের ডিভিডি, ভিসিডি বিক্রি হয় না।

- কেন?

কারিশমা কাপুর এখানে একবার শুটিং-এ এসেছিলেন। স্থানীয় এক মহিলা তার ছবি তুলতে গেলে তিনি চিৎকার করে মহিলার ক্যামেরা কেড়ে নেন। সেই থেকে দ্বীপের লোকেরা কারিশমা কাপুরকে বয়কট করেছে।

লংকাভির ৬৩ হাজার মানুষের জন্য পুলিশ আছে। থানা আছে। তাদের কাজ কি? পর্যটকরা যদি পথ হারিয়ে ফেলে তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের মধ্যে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাৎক্ষণিক সেখানে সহায়তা করা।

আর কি তোমাদের কোনো কাজ নেই?

একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করায় সে অবাক হয়ে বলল, আর কি কাজ থাকবে?

বললাম, ধরো কোনো ক্রাইম?

শব্দটাই অপরিচিত মনে হলো ওদের কাছে। ক্রাইম!

-হ্যাঁ ক্রাইম, হালকাভাবেই বললাম।

পুলিশ হেসে উঠলো।

-ক্রাইম মানে মার্ডার। লাইক বলিউড মুভিজ!

লংকাভিতে আমি আছি ৬ বছর। কোনো মার্ডার অপরাধ কিছুই থানায় ডায়রি হয়নি। হতেও দেখিনি। তবে আজকাল টুকটাক কিছু চুরি হয়। সেটা হয় কিছু ভিনদেশী লোকদের এখানে আসার কারণে। কিছু কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। যেমন ধরো আজ সকালে আমি যখন অফিসে এসেছিলাম তখন বাইরে জুতোটা রেখেছিলাম। কাছেই কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। বুঝলাম ওখানকার বার্মিজ শ্রমিকরা এটা চুরি করেছে।

এই নিয়ে আর হইচই করে কি লাভ? ওরাও চলে যাবে। লংকাভি আবার শান্ত হয়ে যাবে।

একটি ছোট্ট দ্বীপে মানুষের মনের এই বিশ্বাস একটি জাতিকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে মালয়েশিয়া আজকে তার প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য এয়ারপোর্টে থাকে ডিউটি ফ্রি শপ। কিন্তু লংকাভিতে পুরো শহরটাই ডিউটি ফ্রি। লংকাভিতে যে মার্সিডিজ গাড়ি চলছে সেটাও ডিউটি ফ্রি, পর্যটকরা ছাড়াও স্থানীয়রা দোকান থেকে যে জিনিস কিনছে সেটাও ডিউটি ফ্রি। এই ডিউটি ফ্রি জিনিস যেন সমগ্র মালয়েশিয়ায় ছড়িয়ে গিয়ে বাজারে কোনো ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি না করে সে জন্য কাস্টমসের রয়েছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এখানে একটা নিয়মের কথা বলে নিই। যেমন একজন ক্রেতা প্রচুর টাকা দিয়ে একটি মার্সিডিজ গাড়ি কিনল। এখন লংকাভি থেকে সে ব্যক্তির কোনো কারণে কুয়ালালামপুর যেতে হতে পারে। সেখানেও রয়েছে নিয়ম-কানুন। সে কারণে বছরে ৩০ দিন রয়েছে বিশেষ সুবিধা। এই দ্বীপের বাইরে যে কেউ গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে।

জাহাজে করে লংকাভি থেকে এক ঘন্টা দূরত্বে যে জায়গায় যেতে হয় সে স্থানের কোনো নাম নেই। সমুদ্রের মাঝখানে পৃথিবীর একমাত্র প্লাটফর্ম রয়েছে সেখানে। বিশাল সমুদ্রে এই স্থানটি কে খুঁজে পেয়েছিল, সেটাই হতে পারে মানুষের প্রথম আগ্রহের বিষয়। ভাসমান এই প্ল্যাটফর্মে রয়েছে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড দ্বীপ। সেখান দিয়ে নেমে গেলে দেখা যায় সমুদ্রের তলদেশ। খালি চোখে সমুদ্রের তলদেশ দেখার এই দুর্লভ দৃশ্য আর কোথাও পাওয়া যায় জানি না। কিন্তু তারচেয়েও আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, এরা মাঝ সমুদ্রে পোষ মানিয়ে রেখেছে কিছু মাছ। সমুদ্রের মাঝখানে এরা নেমে যাচ্ছে মাছ দেখতে। একটা নির্দিষ্ট এলাকায় এরা সম্পূর্ণ নিরাপদে সাঁতার কাটছে মাছের সঙ্গে। কেউ হাতে করে মাছের জন্য খাবার নিয়ে গেলে, সেই খাবার দিলে পোষা প্রাণীর মতো মাছগুলো এসে ভিড় করে। নিজের চোখে না দেখলে এই দৃশ্য বিশ্বাস করা কঠিন। প্রতিদিন পৃথিবীর ২০০ জন পর্যটক বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আসেন। এর মধ্যে বিপুলসংখ্যক পর্যটক আসেন হংকং থেকে।

জাহাজের ১টি ছেলে বলল, হংকং থেকে পর্যটক আসার কারণ হলো সেখানে প্রচন্ড গরম। ছোট্ট জায়গা তো! বেশির ভাগ হাইরাইজ বিল্ডিং এবং বেশির ভাগ কাচের তৈরি। ফলে সূর্য ডুবে গেলে উত্তাপ যায় না শহর থেকে। এ জন্য মানুষ ছুটে আসে মালয়েশিয়ার এসব স্থানে। ছেলেটি কখনও হংকং যায়নি। যেতেও চায় না। কারণ সে দেশের মানুষ পরিবেশ সচেতন। দূষিত পরিবেশের কোনো এলাকায় তারা যাবে কেন?

এই প্লাটফর্ম থেকে কেউ ইচ্ছে করলে সাঁতার জানুক কিংবা না জানুক, স্কুভা ডাইভার দিয়ে সমুদ্রের নিচে নেমে যেতে পারে। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড। একটি দুর্ঘটনাও কখনও ঘটেনি। ফলে একটু সাহস করলেই অক্সিজেনের সিলিন্ডার বেঁধে নামা যায় সমুদ্রে। দেখে আসা যায় সমুদ্রের নিচের বিচিত্র জগৎ। অনুভব করা যায় জীবন্ত প্রবালের ছোঁয়া। ঢাকা থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টায় উড়ে গিয়ে এমন এক জায়গায় যাওয়া যায়, যেখানে কল্পনার চেয়েও অনিন্দ্যসুন্দর এক জগৎ। প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্যের মধ্যে, সমুদ্রের কোলে আশ্চর্য এক মধুর সময় কাটানো যায়। পরিবেশ সচেতন লংকাভির সাধারণ মানুষ দ্বীপটাকে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর এক প্রাকৃতিক লীলাভূমিতে পরিণত করেছে।

লংকাভি থেকে যখন ফিরে আসছিলাম তখন গাইড মেয়েটি বলেছিলো, আমাদের এই দ্বীপে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। তিনি বিশেষ যত্ন করে এই দ্বীপের উন্নয়নে কাজ করছেন। আমার মনে হয় যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, তখন তিনি হয়তো এই দ্বীপে বসবাস করবেন। সময় কাটাবেন।

আমি মালয়েশিয়ায় আরও একটা দ্বীপে গিয়ে এ কথা শুনেছি। কুয়ালালামপুরের সুবিশাল যে রাজপ্রাসাদে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী থাকেন তার সম্পর্কে হয়তো আমরা জানি না। সেখানে হয়তো এই দেশের সাধারণ লোকেরা কখনই প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে তাদের কাছে আসতে পারে, সাধারণ মানুষের কাছে আসতে পারে এই কথাটা সবাই অনুভব করে। যে কারণে সবার মনের মধ্যেই অনুভূতি জাগে, একদিন প্রধানমন্ত্রী তাদের সঙ্গেই থাকবেন পাশের বাড়ির প্রিয় একজন মানুষ হয়ে।

মানুষের এই অনুভূতি, অনুভব আসলে মালয়েশিয়ার মানুষকে শুধু রাজনৈতিক দিকে থেকে নয়, সব দিক থেকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে।